তারিখ : 27-FEB-2016
পৃঃ ... কলাম ...

সমকাল

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী

মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দিন

আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর দাবি খুব সামান্য– মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ। এবারের আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ দাবি বিশেষভাবে জোরালো হয়। বুধবার সমকাল-গণসাক্ষরতা অভিযান গোলটেবিল আলোচনায় নাগরিক সমাজের কণ্ঠেও বিষয়টি উঠে আসে। বাংলাদেশে প্রায় অর্ধশত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। তাদের ভাষা রয়েছে ৩৩টি। এর মধ্যে বর্ণমালা রয়েছে ৭টির। নিজস্ব মাতৃভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থা না থাকায় শিশুরা বিদ্যালয়ে বাংলায় শিক্ষা নিতে বাধ্য হচ্ছে। কেউ কেউ ইংরেজিতে শিখছে। নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা নিতে না পারায় এসব শিশুর ঝরে পড়ার হার বাংলা ভাষার স্কুলের তুলনায় বেশি। বাংলাদেশের নাগরিকদের মাতৃভাষা বাংলা। এ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বাঙালি রক্ত দিয়েছে। এখন এ গৌরবের দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃত। বাঙালিরা পাকিস্তানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। সে সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশের লোকসংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি লোক কথা বলত বাংলায়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যখন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করে, তখন কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিরা সংকীর্ণতার পথে চলেনি– বরং সব ভাষার সমান অধিকার প্রদানের দাবি করে। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতিতে স্বীকৃত। ১৯৯৭ সালের পার্বত্য শান্তি চুক্তিতেও এ অঙ্গীকার ব্যক্ত হয়েছে। সরকার বিষয়টি নিয়ে উদাসীন– সেটাও বলা যাবে না। ইতিমধ্যে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য কয়েকটি ভাষায় পাঠ্যবই রচনার কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এখন ভাবতে হবে পরের ধাপগুলো নিয়ে, যার মধ্যে আছে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণদান। প্রত্যন্ত এলাকায় শিক্ষাদানের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তাও নেওয়া যেতে পারে। সাহিত্য বিকাশেও চাই পৃষ্ঠপোষকতা। আমরা বিশ্বের সব ভাষা টিকিয়ে রাখতে চাই। এ জন্য অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর নিজ নিজ ভাষা চর্চা। নতুন প্রজন্মের প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থা না হলে এ লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না। সমকালের আলোচনায় ২০১৭ সালের প্রথম দিন থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে, সেখানে আদিবাসী শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদান শুরুর দাবি জানানো হয়েছে। এ জন্য ১০ মাস প্রস্তুতির সময় পাওয়া যাবে। অঙ্গীকার পূরণে আর কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ভাষার সঙ্গে জড়িত হচ্ছে আত্মপরিচয় ও ক্ষমতা। বাংলাদেশের সব নাগরিকের জন্য এ অধিকার সমানভাবে স্বীকৃত হতে হবে। এবারে একুশে পদক প্রদানের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাতৃভাষা চর্চার ওপর জোর দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সদস্যদের কাছে এ বক্তব্য আশার আলো বলেই আমাদের ধারণা।